হিজরা কা কামড়া কিদার হ্যায়.....

আমার দাদা মজার কোন লিখা পেলে সংগ্রহ করতেন। তার সংগ্রহে পাকিস্তান আমলের একটি পত্রিকার হেডিং ছিল "হিজরা কা কামড়া কিদার হ্যায়..."। পত্রিকায় লিখা ছিল এক জন হিজরা সেই আমলে (পাকিস্তান) ট্রেনে উঠতে গিয়ে দেখে ট্রেনে বগীতে লিখা "পুরুষ" ও "মহিলা" । সে কোথায় উঠবে ভেবে প্রথমে মহিলা কামড়ায় উঠতে যায় তখন মহিলারা তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়, বলে এটা শুধু মহিলাদের কামড়া । অতপর সে উঠতে চায় পুরুষদের কামড়ায়, পুরুষরাও তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় বলে এটা পুরুষদের কামড়া উঠা যাবে না। অবস্থা বেগতিক দেখে উঠতে যায় গার্ডের কামড়ায়, গার্ড ও ধাক্কা দিয়ে বলে এটা গার্ডের কামড়া উঠা যাবে না। ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে, সে দৌড়াতে দৌড়াতে যায় ড্রাইভারের কাছে বলে ভাই আমাকে কোন কামড়ায় উঠতে দিচ্ছে না। দয়া করে আপনার পাশে স্থান দিন । ড্রাইভার বলে চালকের কামড়ায় উঠা নিষেধ। বেচারা কোন কামড়ায় স্থান না পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আর ট্রেন চলে যায়। সে দাঁড়িয়ে চিৎকার দিয়ে বলে সময় আসবে, একদিন মহত্তা গান্ধিও ট্রেনে উঠতে গিয়ে লাঞ্চিত হয়ে ছিল।

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়, গনতন্ত্র আসে কিন্তু অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন এর ব্যবস্থা বর্তমান সময়েও হিজরাদের জন্য কোথায়? চিৎকার দিয়ে আমাকে প্রশ্ন করে কথা হিজরা। আমি তাকে উল্টো প্রশ্ন করলাম সরকার তো শিশু হিজরাদের শিক্ষার জন্য সহযোগিতা করছেন । কথা হিজরা উত্তর দেয় আপনিই বলেন শুধু টাকা দিলে হয়। স্কুলেতো দিতে ভর্তি করাতে ও ক্লাসে সমমর্যদা দিতে হবে। তা কি দেয়া হচ্ছে ? সরকার অদ্যবদি জানে না কত হিজরা বাংলাদেশে আছে। বলেন কোন ভাল পরিবেশে আমাদের কি বাসা ভাড়া দেয়া হয়। আমদের চিকিৎসা অনেক সময় ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। সেই ব্যবস্থা কোথায় আছে ? আমাদেরকে কোথাও কাজে নেয়া হয় না। আমরা কি সিকিউরিটি গার্ড, সেলস্ম্যান, রিকভারি এজেন্ট ইত্যাদি পেশায় ভাল পারর্দশিতা দেখাতে পারি না? আমাদের চিত্তবিনোদন ভিন্ন

রকমের। ছেলেরা যদি ছেলেদের মত, মেয়ারা যদি মেয়েদের মত তবে হিজরারা হিজরাদের মত পোশাক পড়া, বিনোদন করতে কেন পারবে না ? কেন সবাই আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসবে।

আমি একজন সমাজকর্মী। দীর্ঘ এক যুগেরও অধিক সময় হিজরাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছি কিন্তু অদ্যবধি আমার কাছে অনেক প্রশ্নের উত্তর জানা নেই । বিভিন্ন সময়ে আমার কাছে তুলে ধরা হিজরাদের প্রশ্নগুলো আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম, যদি আপনাদর উত্তর জানা থাকে হিজরাদের উপকার হলেও হতে পারে।

একদিন এক হিজরা এসে আমাকে বললো ভাই আমি কি মানুষ? আমি বললাম কেন? এ কেমন কথা । সে বললো যদি মানুষ হতাম জন্মের পর নাম রাখা হতো। আবার প্রশ্ন করলাম কেন রাখা হয়নি? জন্মের পর বাবা, মা নাকি হুজুরের কাছে গিয়েছিল আমার নাম রাখার জন্য কিন্তু হুজুর বলেছে তার নাকি জানা নেই কি তরিকায় হিজরার নাম রখতে হয়। আমার অকিকাও দেয়া হয়নি কারন হুজুর হিজরাদের আকিকার নিয়ম জানে না । ভাই আমাকে বলেন আমি কি মুসলমান।

আরেক হিজরা এসে প্রশ্ন করলো ভাই আমার মৃত্যুর পর নাকি দাপন করা হবে না। মহল্লার এক হুজুর বললো হিজরাদের কি তরিকায় দাপন করা হয় তার জানা নেই। তাহলে ভাই আমাকে কি সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়া হবে, নাকি আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হবে?

একজন হিজরা প্রশ্ন করলো ভাই আমার জন্মের পর হিজরা হওয়াতে রাস্তার ফেলে দেয়া হয়েছিল। বাবা, মা কে তা আমি জানি না। জাতিয় পরিচয় পত্রে বাবা মার নাম দিতে হয়। আমি কিভাবে দিব ? তাহলে আমি কি দেশের নাগরিক হতে পারবো না ?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এসে ধরলো ভাই বাঁচান? আমি জন্মের সময় মেয়ে হয়ে জন্ম গ্রহন করেছি। আমার খেলাধুলার খুব শখ। বল খেলি। আমার লিঙ্গের পরিবর্তন হয়ে যায় ছোট বয়সেই। আমি শাট-প্যান্ট পরতে চাই ও চুল ছোট রাখতে চাই। লিপিষ্টিক, টিপ ব্যবহার করতে চাই না। প্রতিদিন মায়ের

বকুনি কখনো কখনো মার খেতে খেতে বড় হয়েছি এই বৈপিরত্তের জন্য। মহল্লার সবাই আমাকে নিয়ে হাসা হাসি করে তাই কারো সাথে মিশতে পারি না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে যেন জীবন পেলাম। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এখন বাবা, মা আমাকে বিয়ে দিতে চাচ্ছেন। আমি কি করি? আপনি আমাকে বাচাঁন। আমি বললাম এখন চিকিৎসা ব্যবস্থা অনেক উন্নত । আপনাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে । বললেন গিয়েছিলাম ডাক্তারের কাছে প্রথমত আমাদের দেশের ডাক্তারদের বিষয়টা সম্পর্কে ধারনা কম। কেউ কেউ কৌতুহলী হন। একজন ডাক্তার আমার চিকিৎসা করিয়ে উনি প্রচার করার প্রস্তাব দিয়েছেন। আরও রুগি পাওয়ার আশায়। ভয়ে তার কাছে আর যাইনি।

একজন মেয়ে বললো ভাই আমাকে ছোট বেলায় আমার মামা ধর্ষন করেছিল। কখনো কাউকে বলিনি। কিন্তু ছেলেদের প্রতি তখন থেকে আমার ভয় কাজ করে । আমার কাছে ছেলের চাইতে মেয়ে বন্ধু প্রিয়। আমার একটা বান্ধবী আছে। কিন্তু সারাক্ষন ভয়ে থাকি কখন আমাদের সমাজ, ধর্মের গোড়ামী রাজীব এর মত আমাকেও যদি মেরে ফেলে।
এক ছেলে বললো আমি নাচ করি। মেয়েদের আমি পছন্দ করি না। আমার ছেলে বন্ধু আছে। আমি কি স্বাধীন দেশে স্বাধীনতা নিয়ে থাকতো পারবো না?

কোন উত্তর আমার জানা নেই। যদি আপনাদের জানা থাকে তবে আমাকে না হিজরাদের গিয়ে বলবেন তাদের উপকার হোক বা না হোক আমাদের সকলের উপকার হবে। কারন তারা বর্তমানে যেরূপ বেপরোয়া হচ্ছে তা অতীব ভয়াবহ। দিন দিন এই বেপরোয়া হওয়ার হাত থেকে আমাদের বাঁচা দরকার। তাদের বিরুদ্ধে থানা-পুলিশ, কোট-কাচারী করতে হলে তাদেরকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। যদি হিজরারা মানুষই না হয় কোন আইনের আওতায় তাদের শাস্তি দিবেন।

আবু মোকারম খোন্দকার